টেলিফোন ঃ ৩৪-১৫৫২

রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট

ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন

৭-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত
(দাদাঠাকুর)

বিভিন্ন মিলের ধুতি, শাড়ী, বোম্বে প্রিণ্টেড টেরিকট, টেরিলিনের শাড়ী ও যাবতীয় টেরিকট, টেরিলিন ও সুতী সার্টিং ও কোটিং এর বিরাট আয়োজন।

এ ছাড়া অতি সুলভে বিনি, মফৎলাল গ্রুপ, গোয়ালিয়র সুটিং এবং টাটা মিলের যাবতীয় সুতী টেরিকট ও টেরিলিনের টুকরা ছিটের শ্রেষ্ঠ সম্ভার।

মুন্দ্রা বস্ত্রালয়

জঙ্গিপুর পোষ্ট অফিসের পার্শ্বে

৫৮-শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১লা আষাঢ় বুধবার, ১৩৭৮ ইং 16th June. 1971 | ৫ম সংখ্যা

ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

বোমা সহ গ্রেপ্তার

গত ৯।৬।৭১ তারিখ সাগরদীঘি থানার পুলিশ বেলাই-পাড়া গ্রামের রসিদ মণ্ডল ও দু'জন দুষ্কৃতকারীকে সেখদীঘি হাই স্কুলের ভিতর থেকে আত্মগোপন অবস্থায় গ্রেপ্তার করে। তাদের কাছ থেকে কয়েকটি তাজা বোমা পাওয়া যায়।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ—গত ৮।৬।৭১ তারিখ সন্ধ্যার কিছু পূর্বে বেলাইপাড়া গ্রামের আবদুল হক ও রসিদ মণ্ডলের পরিচালনায় উক্ত গ্রামের আবদুল রহমান মাষ্টার সাহেবকে চিরতরে বিদায় দেবার জন্য বোমা, ফর্সা, লাঠি ইত্যাদি নিয়ে রসিদ মণ্ডলের বাড়ীর কাছে জমায়েত হয়। মাষ্টার সাহেবকে হত্যা করার প্রধান কারণ হল তিনি বর্ত্তমানে উক্ত গ্রামের একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি এই যা তাঁর অপরাধ। আবদুল রহমান মাষ্টার সাহেব খবর পেয়ে সাবধান হয়ে যান। উক্ত গ্রামের মোল্লা পরিবারের কয়েকজন ও আথুয়া গ্রামের হাফেজ মণ্ডল সাহেব এ খবর শুনে লোকজন জোগাড় করে মাষ্টার সাহেবের সাহায্যার্থে অগ্রসর হন। এই খবর প্রচার হওয়ায় আবদুল হক ও রসিদ মণ্ডলের লোকজন ৩টী বোমা আবদুল রহমান মাষ্টার সাহেবের বাড়ী লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করে। বোমার প্রচণ্ড শব্দ তৎপার্শ্ববর্তী গ্রামের প্রায় লোকই শুনতে পান। পরদিন ৯।৬।৭১ মাষ্টার সাহেবের লোক সাগরদীঘি থানায় খবর দেওয়ায় পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলে আবদুল হক, রসিদ মণ্ডল ও দলের লোকজনেরা গা ঢাকা দেয়। তাঁতিবিড়ল গ্রামের কাছে ঠাকুরদীঘি পুষ্করিণীর পাহাড়ে আমগাছ তলায় রসিদ মণ্ডল সহ কয়েকজন লুকিয়ে আছে খবর পেয়ে দারোগাবাবু পুলিশ সহ ঐ দিকে অগ্রসর হন। তখন

—৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখুন

স্কুল, কলেজ ও পাঠাগারের
মনের মত ভাল বই
সবচেয়ে সুবিধায় কিনুন।
STUDENTS' FAVOURITE
Phone—R.G.G. 44.

আমার সোনার দেশে অবশেষে মন্বন্তর নামে,
জমে ভিড় ভ্রষ্টনীড় নগরে ও গ্রামে
দুর্ভিক্ষের জীবন্ত মিছিল,
প্রত্যেক নিরন্ন প্রাণে বয়ে আনে অনিবার্য মিল।

—সুকান্ত

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১লা আষাঢ় বুধবার সন ১৩৭৮ সাল।

‖ ‘এ কী কৌতুক নিত্যনূতন……’ ‖

বাংলাদেশ সরকার আজ পর্যন্ত কারও স্বীকৃতি পাননি। মুক্তিকামীরা মরণপণ করেছিলেন এই বাসনা নিয়ে যে, অগ্নিমন্ত্রে যাঁরা দীক্ষিত, তাঁদের সমর্থন মিলবে। একটা মহান্ জাতি, আত্মপ্রত্যয়ে দৃঢ় ও সংহত সাড়ে সাত কোটির জাতি আপন অধিকারকে আপন হাতে প্রতিষ্ঠিত করবেন। দীর্ঘস্থায়ী লাঞ্ছনার ইতিহাসের মোড় ফিরিয়ে দেবেন। আশা ছিল, পরাধীনতার গ্লানি যাঁদের একদিন অস্থির করে তুলেছিল—সেই সন্তান-অভিযান, সিপাহী বিদ্রোহ ও আগষ্ট বিপ্লবের উত্তরসূরীরা এঁদের মর্মজ্বালার সমব্যথী হবেন। কিন্তু কোথায়?

বাংলাদেশের মানুষের মুক্তিকামনায় মৃত্যুবরণকে কেউ সুনজরে দেখলেন না! গুরুত্ব আরোপ করতে চাইলেন না সাড়ে সাত কোটি মানুষের সোচ্চার দাবীতে। ভিয়েতনাম কত সহজে বিশ্ববাসীর চোখে জল এনেছে। নাকি সেখানে উভয়পক্ষেই বাহারী ছত্রধারী আছেন বলে? তাবৎ বৃহৎ শক্তিগুলি ইয়াহিয়া সমর্পিতপ্রাণ শুধু পশ্চিম পাকিস্তানের ভৌগোলিক অবস্থিতির কারণে। রাষ্ট্রসংঘী বুজরুকী এখন চীনে ভেলকিতে মশগুল। তাই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সেখানে হিম-জাড্যতা এনেছে। এশীয় রাষ্ট্রগুলি ‘অপ জাঈয়ে’ নীতিতে অপেক্ষা করছেন। এধারে মরছে অগুণতি বুলেট-বেয়নেটে, আগুনে, পালিয়ে এসে অখাদ্য খেয়ে। তবু দিন হচ্ছে, রাত্রি আসছে; স্তব্ধ মানুষের হৃদয়মন।

নিকটতম প্রতিবেশী ভারতরাষ্ট্র। শম্বুকলাঞ্ছিত গতিতে ‘ভাবছি-দেখছি-বিবেচনা করছি’-র কাল হরণ চলছে, আর শরণার্থীদের জন্যে বিশ্বের দরবার থেকে কী কত এল, তার কেরানিগিরি করাই এখন প্রধান কাজ। এধারে প্রায় আধ কোটি মানুষ পালিয়ে এসে জন্তু-জানোয়ারেরও অধম হয়ে দিন কাটাচ্ছেন। সীমান্ত রাজ্যগুলি শরণার্থীধারণ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলি পৃথক ও যুক্তভাবে শরণার্থী সমস্যার জন্যে বারবার কেন্দ্রের কাছে আবেদন করেন। কেন্দ্রের পক্ষ থেকে ততটা ব্যস্ততা দেখা যায় নি। এখন যখন অত্যন্ত দেরী হয়ে গেল, তখনই জ্ঞানচক্ষু খুলছে। ভারতের অপরাপর রাজ্য এই শরণার্থীদের রাখার ব্যাপারে তেমন উৎসাহী নন। তাঁদের বোধ হয় ধারণা, কেন্দ্র মুখে বললেও সামান্য কয়েকদিনে বাংলাদেশ সমস্যা মিটবে না। তাই শরণার্থীদের খাওয়ান-পরানর চাপ তাঁদের বেশ কিছুকাল সইতে হবে। খুব শীঘ্রই বাংলাদেশের ব্যাপারটা মিটে যাবে—এ আশা করবার পেছনে কী যুক্তি আর আছে? শুধু ডাল-ভাত খাওয়ান আর পাইকারী হারে কিছু ওষুধপত্র দেওয়া খুবই সাময়িকভাবে চলতে পারে; কিন্তু দীর্ঘদিনের জন্যে ঝুঁকি এভাবে নেওয়া যায় না। অন্যান্য টুকিটাকি খরচের জন্যে পয়সা চাই; তাই শরণার্থীদের জন্যে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থার দাবী উঠবে। বেকার সমস্যায় জর্জরিত মল্লুকে নূতনতর বেকারত্ব হাঁ করে রইবে?

ইতিমধ্যে স্থানে স্থানে শরণার্থীদের মধ্যে রোগ-মহামারী দেখা দিয়েছে। সংশ্লিষ্ট স্থানগুলিতে ভারতীয় নাগরিকদের জনস্বাস্থ্য বিপন্ন। আসাম-ত্রিপুরা-পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়েছে। এই সব চাপ আমরা না হক ভোগ করছি। বিশ্বজনমত আদায়ের চেষ্টা সুফল ফলল কী? একজন বেরিয়েছেন সরকারীভাবে কিছু কিছু রাষ্ট্র-সফরে; আর একজন অনেকদিন থেকেই ত বিশ্বপর্যটন করছেন। ইঙ্গ-মার্কিন-রুশ পক্ষের পাক-প্রীতি সহজে যাবে না।

ভারত তার নিজের মঙ্গলের দিক ভেবে এই বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দিলে অবস্থা আজ এমন জটিল হয়ে পড়ত না। স্বীকৃতি দেওয়া না দেওয়ার প্রশ্নে অন্য রাষ্ট্রের কোন স্বার্থ নেই; যা ভারতের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। মানবিক দাবীকে নিজেরা মেনে না নিয়ে অপরকে মানবার অনুরোধ করতে যাচ্ছি—এটা একটা পরিহাস। রক্তক্ষরা স্বাধীনতাকামনার মূল্য কি কোথাও নেই?

দাগী চোর হাতেনাতে ধৃত

কয়েকদিন আগে বোখারা গ্রামের দাগী চোর সাদের সেখ চুরি করতে গিয়েছিল যোগপুর গ্রামে মঞ্জুর সেখের বাড়ী। সঙ্গে সিঁদকাঠি নিয়ে গরু চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ে। চোরকে প্রচুর মারধর করা হয়—তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এদিকে জঙ্গিপুর হতে জামিনও পেয়েছে। চোরকে শাস্তি দানের জন্য মামলা চললেও, চোর নাকি আবার উল্টো মামলা করবে যে তাকে ঘরের মধ্যে ডেকে নিয়ে গিয়ে মারধর করা হয়।

প্রকাশ ইতিপূর্ব্বে বোখারার শ্রীবিজয় নরসুন্দরের বাড়ীতে চুরি করতে গিয়েও ঐ চোরকে ঘরের মধ্যে আটকে রাখা হয়েছিল এবং পরে হাতে পায়ে পড়লে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। সাদের সেখের চুরি করার একটা বিশেষত্ব এই যে, তার কোন অংশীদার নাই, সুতরাং চোরাই মালেরও কোন ভাগীদার নাই। যতটুকু চুরি করতে পারে সবটাই তার একার। এই ভাবেই তার সংসার চলে। কারণ সে কোন রকম পরিশ্রম করতে নারাজ।

গণতান্ত্রিক সরকার কী এই দাগী চোরকে শায়েস্তা করতে পারবেন?

জয় বাংলা বনাম ভুরকুণ্ডাবাসী

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি আশ্রয় শিবির স্থাপন হয়েছে ভুরকুণ্ডা গ্রামে। সেখানে বাংলাদেশ (পূর্ব্ববঙ্গ) হতে কয়েক শত শরণার্থী রয়েছে। সরকার তরফ থেকে তাদের ডোল দেওয়া হচ্ছে অর্থাৎ চাল, গম, আলু ইত্যাদি দেওয়া হচ্ছে নিয়মিত। কিন্তু যে ডোল দেওয়া হচ্ছে তা পর্য্যাপ্ত নয়। আর যা দেওয়া হচ্ছে তা ছাড়া আরও কতকগুলি আনুষঙ্গিক জিনিস দেওয়া হচ্ছে না। যেমন হাঁড়ি, দেশলাই, জ্বালানী কয়লা বা ঘুঁটে, মসলাপাতি, তেল নুন আরও কত কি। অথচ এগুলি না হলে চলে না। বিশেষতঃ জ্বালানী কাঠ বা কয়লা না পাওয়ায় তারা এক বিশেষ কষ্টের মধ্যে পড়েছে। ফলে বাধ্য হয়ে তারা গ্রামের অধিবাসী-দের গাছ হতে কাঠ সংগ্রহ করছে, ফলফুল, শাক-সব্জি, মাছ ইত্যাদিও জোর করে সংগ্রহ করছে। গ্রামের মানুষ তা তাদের দিতে চায় না—নিষেধ করা সত্বেও তারা তাদের কাজ অব্যাহত রাখার ফলে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তাতে শরণার্থী বনাম ভুরকুণ্ডা গ্রামবাসী পরস্পরের মধ্যে যে কোন সময় অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে পারে। অনতিবিলম্বে সরকার পক্ষ ইহার ব্যবস্থা করুন।

ব্যাপকভাবে চোখের রোগ

অন্যান্য শহরের মত জঙ্গিপুর মহকুমার শহর ও পল্লীগ্রামে নূতন ধরণের চোখের রোগ দেখা দিয়েছে। প্রায় বাড়ীতেই এই রোগে লোকে কষ্ট পাইতেছেন। এখানেও কালো চশমার প্রচলন দেখা যাইতেছে।

ভেজাল নারিকেল তেলে দণ্ড

ফরাক্কা থানার বিন্দুগ্রামের শ্রীআদালত সেখ ভেজাল নারিকেল তেল বিক্রয়ের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়। জঙ্গিপুরের মহকুমা জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীএস, এন, মুখার্জীর এজলাসে আসামীর ১৫ দিন সশ্রম কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা অর্থদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। জরিমানার টাকা না দিলে আরও ছয় মাস কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

॥ হর্ষবর্দ্ধন ॥

—শ্রীবাতুল

— রঘুনাথগঞ্জী মস্‌করা —

মরি হায়রে, রঘুনাথগঞ্জ দেখছি ভুলেভরা।
সত্য বলি, একটি কথাও নয় ক' মনগড়া॥
গেলাম যদি 'দরবেশপাড়া,'
দরবেশের পাই না সাড়া;
'মেছোবাজার'-এ মাছ বিকোয় না শুধু রঙ্গ করা
এসে দেখি 'চাউলপটি'
আর কিছু না কেবল পটি;
হরেক জিনিস মিলছে সেথা, কাজেই চালে পড়া॥
'ফাঁসিতলা'-য় পাবেন কোথা ফাঁসির আয়োজন?
অ্যাডভোকেটরা মক্কেল নিয়ে ব্যস্ত অনুক্ষণ।
দক্ষিণে 'ডোমপাড়া' গিয়ে
উঠেছি যে হকচকিয়ে,
পথের ধারে সারি সারি নতুন বাড়ী গড়া॥
আবার, বলছে বটে 'বালিঘাটা,'
কোথায় বালি? সাদামাটা
শহরের এক উপকণ্ঠ, আচ্ছা ধাঁধায় পড়া॥
'আইলের উপর'-এ কোন বাড়ী জমির আলে নাই;
'ম্যাকেনজি পার্ক' নাম ত বটে, পার্ক কোথা ভাই?
'ফুলতলা' যে নামেই শুধু,
মৌমাছিও পায় না মধু;
কেচ্ছা কত করব রে ভাই, কেবল মস্‌করা॥

জঙ্গিপুর বিজ্ঞান পরিষদ

জঙ্গিপুর মহকুমা বিভিন্ন বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যা-লয়ের ছাত্রবৃন্দের উৎসাহে জঙ্গিপুর মহকুমা-শাসক শ্রীমানিকলাল ব্রহ্মচারী মহোদয়কে সভাপতি ও শ্রীদিলীপ বর্ম্মণকে সম্পাদক নির্বাচন করে রঘুনাথগঞ্জে "জঙ্গিপুর বিজ্ঞান পরিষদ" গঠিত হয়েছে। বহিরাগত বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকগণের উপস্থিতিতে আগামী ২৭শে জুন ১৯৭১ বিজ্ঞান বিষয়ক এক আলোচনা-চক্রের আয়োজন করা হয়েছে এবং এই পরিষদ আগামী সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে এক বিজ্ঞান প্রদর্শনী করবে বলে স্থির করেছে।

জেলা তথ্য অফিস, মুর্শিদাবাদ

NOTICE

Programme for holding Election of members of the Managing Committee of the Jangipur Muniriah High Madrasah as given below is hereby announced for the informations of all concerned.

1. Date and time of Publication of Provisional Voters' List—1st July 1971 by 11 A. M.
2. Submission of claims to and objections against inclusion of any name —8th July 1971 by 11 A. M.
3. Publication of the Final Voters' List —16th July 1971 by 11 A. M.
4. Submission of Nomination papers —26th July 1971 by 11 A. M.
5. Withdrawal of Nomination papers —27th July 1971 by 11 A. M.
6. Scrutiny of Nomination papers— 28th July 1971 by 11 A. M.
7. Holding of Election—1st August 1971 (From 8 A. M. to 12 noon & from 1 P. M. to 4 P. M.)

Sd/- A. Haque.
Head Master, (Offg.)
Jangipur Muniriah High Madrasah
29-5 71 P. O. Jangipur
Dist. Murshidabad (W. B.)

করণিক আবশ্যক

মাসিক ৬০·০০ টাকা বেতন ও সরকারী মহার্ঘ ভাতায় কমপক্ষে স্কুল ফাইন্যাল বা তাহার সমতুল যোগ্যতাসম্পন্ন একজন করণিক আবশ্যক। বিজ্ঞপ্তি প্রচারের তারিখ হইতে ৭ দিনের মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় দরখাস্ত করিতে হইবে।

সম্পাদক,
মনিগ্রাম জুনিয়র হাই স্কুল।
পোঃ মনিগ্রাম জেলা মুর্শিদাবাদ।

বিষ মিশ্রণ

পাকিস্তানী গুপ্তচরেরা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানের মত মুর্শিদাবাদ জেলার কাশিমবাজার বানজেটিয়া, রাণীনগর, জলঙ্গী প্রভৃতি স্থানে পুকুরে, ইঁদারায়, রাস্তার কলে বিষ মেশাবার উদ্দেশ্যে ঘুরা-ঘুরি করে ও সন্দেহজনক আচরণের জন্য ধরা পড়ে। তাদের কাছে কিছু রাসায়নিক দ্রব্য পাওয়া যায়।

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-84-B

ডাবর আমলা কেশ তৈল

কেশ সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে ও ঘন কৃষ্ণ কেশোদ্গমে সহায়তা করে

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেন্ট—শ্রীননীগোপাল সেন, কবিরাজ

অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বোমা সহ গ্রেপ্তার

প্রথম পৃষ্ঠার পর

রসিদ মণ্ডল ও ২।৩ জন সেখদীঘির দিকে ছুটে পালায় ও সেখদীঘি হাই স্কুলে আত্মগোপন করে। পুলিশ তাদের অনুসরণ করে সেখদীঘি স্কুল তল্লাসী করে ওদের হাতেনাতে বোমা সহ গ্রেপ্তার করে। খবরে আরও প্রকাশ, এই সব বোমা তৈরী করার জন্য আবদুল হকের প্রিয়পাত্র কুখ্যাত ইসলাম বাইরে থেকে লোক নিয়ে আসে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য গত দু'বছর পূর্ব্বে এই ইসলামের বাড়ীতে লোহাপুরের মান্নান ডাক্তার সাহেব তার স্ত্রীকে দেখার জন্য আসেন। তিনি হঠাৎ ইসলামের বাড়ী চলে এসেছেন খবর পেয়ে ইসলাম কয়েকজন লোক সহ বোমা নিয়ে সরে পড়ার সময় বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। ফলে রামপুরহাট হাসপাতালে কয়েকজন ডাকাত ভর্ত্তি হওয়ার পর ধরাও পরে কিন্তু ভয়ে মান্নান ডাক্তার সাহেব বা বেলাইপাড়া গ্রামবাসীগণ কেহ সত্য সাক্ষী দিতে পারেন নি। কয়েকজন অসৎ লোকের দ্বারা গ্রাম-বাংলার শান্তি ভঙ্গ হবে এটা কোন দিনই সমর্থনযোগ্য নয়। এর আশু প্রতিকারের জন্য আমরা স্থানীয় থানা কর্ত্তৃপক্ষ, মহকুমা-শাসক, জেলা শাসক ও রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

—সংবাদদাতা

আম ব্যবসায়ীদের দুর্নীতি

জঙ্গিপুর মহকুমার অধিকাংশ অসাধু আম ব্যবসায়ী কাঁচা অপক্ক আম গাছ হইতে ছিঁড়িয়া ঝুড়ি বা বস্তাতে পুড়িয়া কৃত্রিম উপায়ে কার্ব্বাইড গ্যাস দ্বারা বিবর্ণ করিয়া ক্রেতাগণকে সুপক্ক আম বলিয়া ঠকাইতেছে। এই গ্যাস মিশ্রিত আম খাইয়া আবালবৃদ্ধবনিতা পেটের অসুখে ভুগিতেছে। অন্যায় ভাবে জনসাধারণকে প্রতারণা করিয়া দেশের আমের সুনাম নষ্ট করিতেছে। এখানকার ক্ষীরসাপাতি, বাতাসা, ন্যাংড়া, কাঞ্চনকষা প্রভৃতি আমের নাম আছে। উপরোক্ত বিষয়ে আমরা জঙ্গিপুরের মহকুমা-শাসক মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন।

• ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
• স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
• যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা

কেরোসিন কুকার